তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১২১

**কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে বিধিনিষেধ আরোপের সময়সীমা বর্ধিতকরণ**

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

 করোনাভাইরাস জনিত রোগ (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় পূর্বের সকল বিধিনিষেধ ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২, ১৩, ২০, ২৩ ও ২৮ এপ্রিল ২০২১ এর নির্দেশনাসমূহের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সংযুক্ত করে আগামী ৫ মে মধ্যরাত হতে ১৬ মে মধ্যরাত পর্যন্ত এ বিধিনিষেধ আরোপের সময় বর্ধিত করা হয়েছে।

 বিধিনিষেধসমূহ হলো :

* সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ঈদের ছুটিতে আবশ্যিকভাবে স্ব স্ব কর্মস্থলে (অধিক্ষেত্রে) অবস্থান করবেন;
* দোকানপাট/শপিংমলসমূহ পূর্বের ন্যায় সকাল ১০টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। সকল দোকানপাট ও শপিংমলে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় দোকানপাট/শপিংমল তাৎক্ষণিক বন্ধ করে দেওয়া হবে;
* আন্তঃজেলা গণপরিবহন বন্ধ থাকবে। তবে, আগামী ৫ মে ২০২১ এর পর যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে জেলার অভ্যন্তরে গণপরিবহন চলাচল করতে পারবে। উল্লেখ্য, ট্রেন ও লঞ্চ চলাচল পূর্বের মতোই বন্ধ থাকবে;
* মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
* জনসমাবেশ হয় এ ধরণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে; এবং
* কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সিটি করপোরেশন, জেলা সদর, পৌরসভা এলাকাসমূহে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালনের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন/পৌরসভা মাইকিংসহ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

 আজ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করেছে।

#

রেজাউল/শাম্মী/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১২০

**ধান-চাল ক্রয়ের জন্য অত্যন্ত যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করা হয়েছে**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, গত বছরের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এ বছর ধান-চালের অত্যন্ত যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। যা বাজারের সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। ফলে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ বছর ধান-চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

       মন্ত্রী আজ সচিবালয়ের অফিস কক্ষ থেকে ভার্চুয়ালি খুলনা জেলায় ‘কৃষকের অ্যাপ’ এ সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে লটারির মাধ্যমে ধান ক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষি ও কৃষকবান্ধব। কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোই তাঁর লক্ষ্য। তাই তিনি কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার ফলেই অতি অল্প সময়ে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় এই অভূতপূর্ব সাফল্য সারা পৃথিবীর কাছে আজ এক বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে।

খুলনার কৃষিতে বিপ্লব আনা হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী আরও বলেন, খুলনাসহ দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে কৃষির আমূল পরিবর্তনে সরকার কাজ করছে। লবণাক্ত জমিতে চাষের উপযোগী ফসলের বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তি ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে। আরো নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন অব্যাহত থাকবে যাতে করে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে কৃষিবিপ্লব ঘটানো যায়।

খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য নারায়ন চন্দ্র চন্দ, খাদ্যসচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম এবং খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মো: ইসমাইল হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন বলেন, গত বছর খুলনা জেলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ডিজিটালি শতভাগ ধান-চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। চলতি বছরেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এসময় তিনি কৃষিমন্ত্রীর পক্ষে কৃষকের হাতে ধান ক্রয়ের প্রতীকী মূল্য তুলে দেন।

#

কামরুল/শাম্মী/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৩৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১১৯

**মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

 ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করায় তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে ড. মোমেন এ অভিনন্দন জানান।

 পত্রে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ধারাবাহিকভাবে তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠনে জনগণের সমর্থন লাভ করেছে, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের অব্যাহত আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। বাঙালির দীর্ঘ লালিত মূল্যবোধ ‘ধর্মীয় সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ’ ধারণ করায় মমতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সারাজীবন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

 ড. মোমেন উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং সাম্প্রতিক বছরে দু’দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো আরো প্রসারিত হয়েছে। অবিভক্ত ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, মূল্যবোধ এবং বংশানুক্রমিক সংযোগ দু’দেশের জনগণের সম্পর্ককে অনন্য ও শক্তিশালী করেছে। বিশেষকরে, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বাংলাদেশিদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুজিববর্ষ এবং বাংলাদেশ ও ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপনের এ বিশেষ বছরে আমি পশ্চিমবঙ্গের জনগণসহ ভারতের জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমর্থন ও আত্মত্যাগকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

 মন্ত্রী আরো বলেন, অজানা শত্রু করোনা ভাইরাসের কারণে সারাবিশ্ব নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ দু’দেশের পারস্পরিক সম্পদ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সকলে সম্মিলিতভাবে এ মহাবিপদ থেকে মুক্ত হয়ে শীঘ্রই স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকায় ফিরতে পারবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।

#

তৌহিদুল/শাম্মী/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৩৪২ ঘণ্টা

Handout Number : 2118

**MoFA holds Senior Officials’ Meeting through 'Boithok'**

Dhaka, 5 May :

 A senior officials’ meeting was held on the 'Boithok' virtual platform in the Ministry of Foreign Affairs yesterday. Foreign Secretary Masud Bin Momen chaired the meeting. Secretary (West) Shabbir Ahmad Chowdhury, Secretary (East) Mashfee Binte Shams, Secretary (MAU) Rear Admiral (Retd.) Md Khurshed Alam, Additional Foreign Secretary and Directors General from all wings of the Ministry were present at the meeting.

 Foreign Secretary interacted with the wings to take stock of the ongoing activities of different wings of the ministry in the backdrop of the current pandemic situation. He was apprised of the recent involvements of the ministry in a plethora of diplomatic initiatives and offered his guidelines for the betterment of the service delivery by the ministry. In these interactions, a wide range of issues starting from diplomatic relations to consular services, public diplomacy and economic diplomacy initiatives etc. were discussed.

 In his remarks, Foreign Secretary appreciated the new and Bangladesh-made virtual conferencing platform 'Boithok' for its security and potentials for smooth operability. He also applauded the initiative of the ICT Division, in particular, ICT Adviser to the Prime Minister Sajeeb Wazed and State Minister for ICT Zunaid Ahmed Palak for the creation of this home-grown platform. He emphasized on its use for more proceedings as this will facilitate the vital data safety due to its hosting at the National Data Centre, our own data preserving facility in Gazipur. As data security is a prime concern in holding virtual events on digital platforms, Foreign Secretary highly encouraged its use.

 Masud Bin Momen said that the platform will surely evolve to be at par with the other globally leading video conferencing tools available in the market with a few improvements. He mentioned that it is still in beta version, and with the feedbacks and suggestions implemented, the platform could become a daily usable application for the ministry and other users. On this note, he thanked the ICT Division for handing it over to the Ministry of Foreign Affairs before anyone else.

 Senior Officials present at the meeting suggested the use of the internet and communication channels to be more inclusive and richer in content for greater reach and creation of goodwill. They also welcomed the new platform with positive opinions and reiterated the need for constant monitoring and improvement. They shared their valuable insights on the platform ranging from the number of participants to viewing options,  while praising an important feature of this platform, the unlimited time frame. They lauded the indigenous efforts for creating this video conferencing platform which will have significant national security implications in future.

#

Shammi/Rezzakul/Shamim/2021/1225 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১১৭

**ফেনীতে বিজিবি’র ত্রাণ পেল হতদরিদ্ররা**

ফেনী, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

 করোনা পরিস্থিতি ও রমজান উপলক্ষ্যে ফেনীর সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত অসহায়, দুস্থ ও হতদরিদ্র ৭৫ পরিবারের মাঝে বিজিবির পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 গতকাল ফেনী ব্যাটালিয়নের (বিজিবি-৪) প্রধান অফিস সংলগ্ন জায়লস্কর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিজিবি-৪ এর ব্যবস্থাপনায় ও বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এ আয়োজন করা হয়।

#

নিউটন/শাম্মী/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১১৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১১৬

**ঢাকা বিভাগে করোনাকালীন সরকারি মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এর ধারাবাহিকতায় গত ৩ মে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ঢাকা জেলায় ২ লাখ ১৬ হাজার ৭৭৫ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে; মাদারীপুর জেলায় ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; রাজবাড়ি জেলায় ৯১ লাখ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে; নরসিংদী জেলায় ১ কোটি ৯৫ লাখ ৮৭ হাজার ৯০০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলায় ৭৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১৮ লাখ ২২ হাজার ৫০০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় ৫০০ ভেদেরগঞ্জ উপজেলায় ১ হাজার প্যাকেট ত্রাণ সামগ্রী এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে নগদ ৪৫০ টাকা করে এবং ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ২ হাজার টাকা করে বিতরণ করা হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলায় ৮ লাখ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৫০ লাখ ৯০ হাজার ৮৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলায় ৮ লাখ ১৮ হাজার ৯০৫ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৮৮ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১ কোটি ৯৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় এবং মানিকগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ৪১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১১ লাখ নগদ অর্থ সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয় তথ্য অফিসের মাধ্যমে এসব তথ্য জানিয়েছে।

#

আনোয়ার/শাম্মী/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১১৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১১৫

**লিবিয়ায় আটকে পড়া ১৬০ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে**

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস এবং দীর্ঘদিনের অস্থিতিশীলতার কারণে লিবিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বেনগাজীসহ পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলোতে আটকে পড়া ১৬০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এর সহযোগিতায় দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

আইওএম কর্তৃক চার্টার্ডকৃত বুরাক এয়ারের একটি ফ্লাইট বাংলাদেশিদের নিয়ে গতকাল লিবিয়ার বেনগাজী বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছাড়ে এবং ফ্লাইটটি আজ সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছে। একই ফ্লাইটে লিবিয়ায় মৃত্যুবরণকারী একজন বাংলাদেশি নাগরিকের মৃতদেহও দেশে ফেরত আনা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিমানবন্দরে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশে প্রত্যাবর্তনকৃত অভিবাসীরা সকলেই স্বেচ্ছায় দেশে ফেরত এসেছেন। তাদের মধ্যে ৯ জন অসুস্থ এবং ৭ জন হেপাটাইটিস বি-তে আক্রান্ত হওয়ায় লিবিয়ার সফর জেলে আটক ছিলেন।

 এছাড়া প্রত্যাবর্তনকৃত অভিবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দীর্ঘ ৭-৮ বছর ধরে লিবিয়ায় কর্মরত ছিলেন। তবে লিবিয়ার বিরাজমান পরিস্থিতি, পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ-সুবিধা এবং দিনারের অবমূল্যায়নসহ বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতির বিবেচনায় তারা দীর্ঘদিন ধরে দেশে ফেরত আসার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু লিবিয়া হতে কোন আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু না থাকায় তারা দেশে ফেরত যেতে পারছিলেন না।

 এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আইওএম এর সহায়তায় লিবিয়ায় আটকে পড়া বাংলাদেশিদের পর্যায়ক্রমে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে লিবিয়ায় আটকে পড়া অভিবাসীদের আইওএম এর সহায়তায় দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য পরিচালিত এটি নবম ফ্লাইট। এসকল ফ্লাইটে এখন পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৩৭৯ জন অভিবাসীকে লিবিয়া থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

#

শাম্মী/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১০৩৩ ঘণ্টা